পাক্ষিক

আহমদী

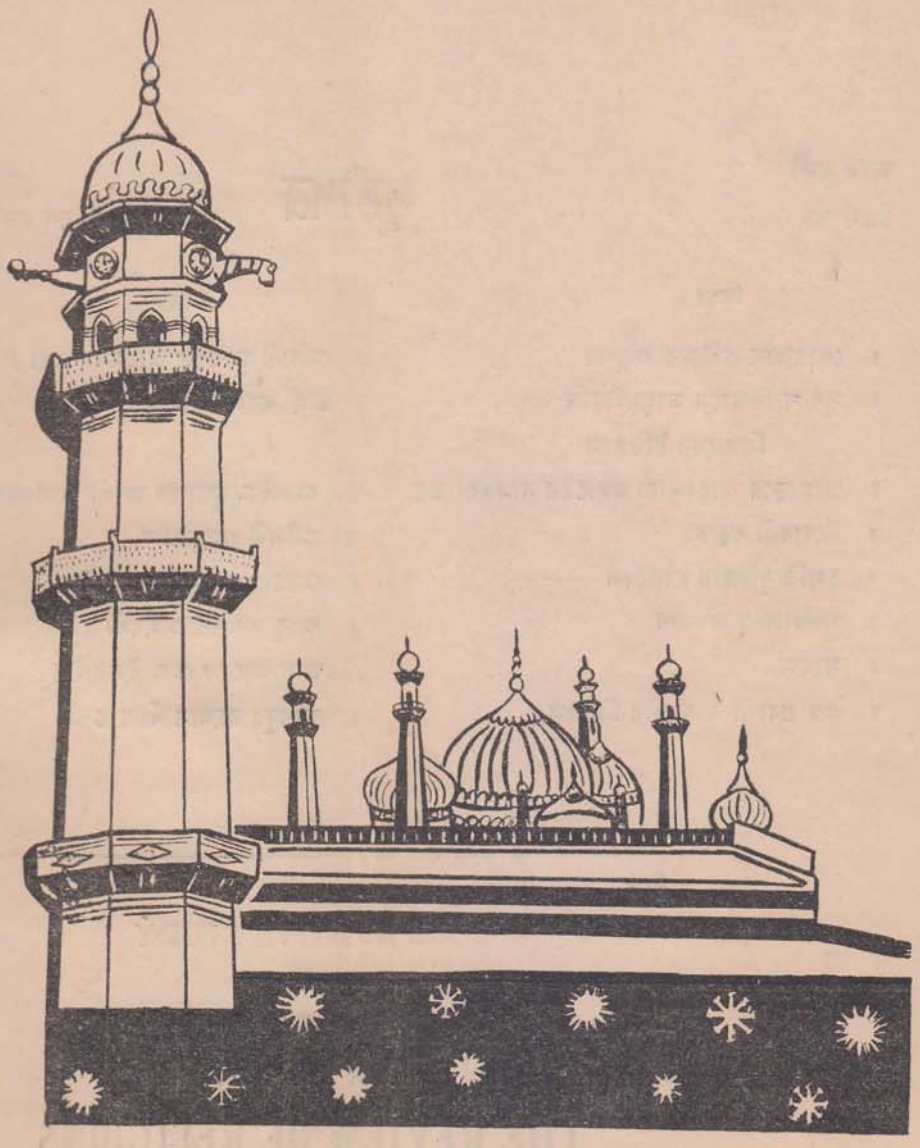

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৯।২০শ সংখ্যা
১৫।২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৯।২০শ সংখ্যা
১৫।২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৩৬৫
॥ পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	॥ মীর্যা আলী আখন্দ	॥ ৩৬৬
॥ প্রশ্নোত্তরে আহ্‌মদীয়া জমাতের নামকরণ তত্ত্ব	॥ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার	॥ ৩৬৯
॥ উদ্বোধনী বক্তৃতা	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৩৮১
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৩৮৫
॥ সওয়াল ও জওয়াব	॥ আবু তবশির সেলবর্সী	॥ ৩৮৭
॥ সংবাদ	॥ আবু আরেফ মোঃ ইসরাইল	॥ ৩৮৮
॥ এক প্রবাসী আহ্‌মদীর নিবেদন	॥ আবদুর রহমান খাঁ বাঙালী	॥

For

COMPARATIVE STUDY

OF

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published From

Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫।২৮শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৬ সন : ১৯।২০শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১২শ রুকু

৯৫ ॥ এবং যখনই আমরা কোন জনপদে নবী প্রেরণ করিয়াছি, তখনই তাহার (অবাধ্য) অধিবাসী-বৃন্দকে দরিদ্রতা এবং রোগের দ্বারা ধৃত করিয়াছি যেন তাহারা বিনয়ী হয়।

৯৬ ॥ অতঃপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করিয়া দিলাম, এমন কি তাহারা ধনে এবং জনে বর্ধিত হইয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল আমাদের পূর্ব-পুরুষগণও (কখনও) দুঃখ

ভোগ করিয়াছে এবং (কখনও) সুখ ভোগ করিয়াছে। ফলে আমরা তাহাদিগকে অকস্মাৎ ধৃত করিয়াছি এবং (পূর্বে) তাহারা ইহা ধারণাও করিতে পারে নাই ॥

৯৭ ॥ যদি জনপদের অধিবাসীগণ (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করিত এবং তকওয়া গ্রহণ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী হইতে মঙ্গলের (দ্বার) উন্মুক্ত করিয়া দিতাম। কিন্তু তাহারা (সমাগত নবীকে) মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, ফলে আমরা তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছি।

৯৮ ॥ জনপদবাসিগণ কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছে আমাদের শাস্তি হইতে, যাহা তাহাদের নিকট আগমণ করিবে রাত্রিযোগে এবং তাহারা যখন নিদ্রামগ্ন থাকিবে।

৯৯ ॥ অথবা জনপদবাসিগণ কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছে আমাদের শাস্তি হইতে, যাহা তাহাদের উপর পূর্বাহ্নিক ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকা অবস্থায় আপাতিত হইবে।

১০০ ॥ অথবা তাহারা কি আল্লার ব্যবস্থা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে (বস্তুতঃ) ? ধ্বংসমুখ জাতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা হইতে (কেহ নিজদিগকে) নিরাপদ মনে করে না।

(ক্রমশঃ)

★

পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মীর্যা আলী আখন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ সাহেব প্রথমবার আমার [মৌলবী মোবারক আলী—লেখক] সঙ্গে যখন কাদিয়ান (১৯১৪ সনের ডিসেম্বর) গিয়াছিলেন তখন আমার একজন কাবুলী বন্ধু গোলাম রসুল খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। গোলাম রসুল আরবী ও পার্শিতে খুব পণ্ডিত ছিলেন। শাহেবজাদা মৌলানা আবদুল লতিফ সাহেবের শহাদতের পর গোলাম রসুল ও শহীদ মৌলানা সাহেবের আরো কতিপয় শিষ্য শহীদ সাহেবের লাস লইয়া রাখিতে কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া ভারতে চলিয়া আসেন।

কাবুলিদের একটি ছোট দল সেই হইতে কাদিয়ান এবং বর্ত্তমানে রাবওয়াতে আছেন। ইহারা অত্যন্ত মুখলিস এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আলেম হইয়াও সামান্য ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। মৌলবী গোলাম রসুলের ব্যবসায় ছিল দুধ এবং দধি বিক্রয় করা। যে সময় আবুল হাসেমের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন ডিসেম্বর মাস ছিল। শীতের সময় গরম কাপড় চোপড় না থাকায় তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। আবুল হাসেম সাহেব তাঁহার গরম কোটটি খুলিয়া মৌলবী গোলাম রসুল সাহেবকে দিলেন

এবং নিজেই কষ্ট করিয়া কাদিয়ানে শীত কাটাইলেন। এইরূপ ঘটনা একবার আমার বেলায়ও হইয়াছিল। একবার শীতের সময় আমি ভোরে কাদিয়ানের বাহিরে (সচরাচর আমার যেরূপ অভ্যাস ছিল) বেড়াইতে-ছিলাম। দেখিলাম একটি লোক শীতে জড়শড় হইয়া গিয়াছে। আমি আমার ওভার কোট খুলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিয়াছিলাম। এই লোকটি আহ্‌মদী কিনা তা আমি জানি না। যখন আমি বিলাতে গিয়াছিলাম, তখন আমার সঙ্গে overcoat ছিল না। চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ তিন পাউণ্ড দিয়া একটি overcoat খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজ ব্যারিষ্টার মিষ্টার ফিসার (আহ্‌মদী মুসলমান) তাঁহাকে একটি মূল্যবান overcoat দান করেন। তখন চৌধুরী সাহেব তাঁহার overcoat-টি আমাকে দিয়াছিলেন। সেই কোটটি আমি প্রায় বিশ পচিশ বৎসর ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলাম।

আমার ওয়ালেদ সাহেব মরহুম আমার ছোট ভাই বেলায়েত আলী মরহুম সহ ১৯১৪ সনে দ্বিতীয় খেলাফতের সময় যখন কাদিয়ান গিয়াছিলেন তখন একবার তিনি সেখানে ভয়ানক পীড়িত হন। তিনি তখনও বয়াত করেন নাই। তবে আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। Surgeon General Colonel T. D. Ahmed-এর পিতা হযরত খলিফা রশিদ-উদ্দিন সাহেব, retired Civil Surgeon, এবং দ্বিতীয় খলিফা সাহেবের প্রথম পক্ষীয় স্ত্রীর পিতা, আমার ওয়ালেদ সাহেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিজেই তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন এবং ঔষধ দিয়া যাইতেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহার জন্য সময় সময় পথ্য আনিয়া দিতেন। একদিন তিনি নিজেই বলিলেন যে, পুদিনা সংযুক্ত ছাগলের গোশতের কাবাব খাইতে পারেন। পরদিন সকালে দেখিলাম তিনি বাসা হইতে নিজেই ঐরূপ কাবাব তৈয়ার করাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মত একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির এই সৌজন্য আমাদিগকে অতিশয় প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

মৌলবী আবুল হাসেম সাহেব বাংলার আঞ্জুমান সমূহকে সংগঠিত করেন। মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদী হইয়া আসিলে পরও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি পীর ছিলেন, সেজন্য ভয় করিতেন যে, চাঁদা চাহিলে লোকে ভাবিবে, তিনি আবার নতুন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। মৌলবী আবুল হাসেম সাহেব প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে জমাতের সংখ্যা নিরূপণ করেন এবং চাঁদা লওয়ার ব্যবস্থা করেন ও হিসাবপত্র রাখার বন্দোবস্ত করেন। পরে তিনিই প্রাদেশিক আঞ্জুমান গঠন করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক আঞ্জুমানের প্রথম আমির ছিলেন মৌলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব। (১৯১৪-এর পরে হবে।) তাহার মৃত্যুর পর প্রফেসার মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব আমির হন। তাহার ওফাতের পর মৌলবী আবুল হাসেম সাহেব প্রাদেশিক আঞ্জুমানের আমির হন। তখন প্রাদেশিক আঞ্জুমানের দফতর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ছিল। ১৯৩৩ বা ১৯৩৪ সালে মৌলবী আবুল হাসেম সাহেব যখন ঢাকা ডিভিশনের ইনস্পেক্টর অব স্কুলস ছিলেন তখন প্রাদেশিক আঞ্জুমানের অফিস ঢাকাতে লইয়া আসেন এবং বর্ত্তমান দারুত-তবলীগের বাড়ীটি ভাড়া লইয়া তথায় আঞ্জুমান অফিস খুলেন।

কলিকাতা আঞ্জুমানের আমির হাকিম আবু তাহের সাহেবের মৃত্যুর পর মৌলবী আবুল হাসেম সাহেব কলিকাতা আঞ্জুমানের এবং Bengal Provincial Anjuman-এর আমির হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার ইমারতের কার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং বাংলায় আহ্‌মদীয়াতের উন্নতির জন্য

নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতেন। তাহার উৎসাহে উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আঞ্জুমানগুলি সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় বড় বড় আঞ্জুমানেই বাৎসরিক জলসা হইত এবং তিনি প্রত্যেকটি জলসাতে উপস্থিত থাকিতেন। আমার মনে আছে জলপাইগুড়ির বেলাকুবাতে কয়েকবার উত্তর বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কনফারেন্সের বৈঠক হয়। সেগুলিতে তাহার সহিত আমিও উপস্থিত থাকিতাম।

তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল আছেম খাঁ চৌধুরী সাহেব ওরফে বকু মিঞা বয়াত করেন এবং বকু মিঞার তবলীগেই তদানিন্তন নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-অফিসার মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব আহ্‌মদীয়া জমাতে প্রবেশ করেন। ইয়াসিন সাহেবের বয়াতের পূর্বে পাবনা যাইবার পথে ষ্টীমারে তাঁহার সহিত আলাপ হয়। তিনি আহ্‌মদী হইবার পর বরাবর অভিযোগ করিতেন যে, আমি প্রথম সাক্ষাতের সময় আহমদীয়াতের পয়গাম তাঁহাকে কেন দিয়াছিলাম না। কিন্তু আমার অভ্যাস এই যে, কাহাকেও তবলিগ করিবার পূর্বে তাহার Psychology বা মনঃস্তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি। তৎপর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গে তবলীগী কথাবার্ত্তা আরম্ভ করি। প্রথম সাক্ষাতে মৌলবী ইয়াসিন সাহেবকে আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম না দিবার এই কারণ ছিল। মৌলবী মহাম্মদ ইয়াসিন একজন বাহাদুর মোমেন ছিলেন। বকু মিঞার নিকট কয়েকটি কথা শুনিয়াই তিনি আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা বুঝিতে পারিয়া তাহা গ্রহণ করেন। তাহার মত বুদ্ধিমান, সাহসী ও সৎ পুলিশ অফিসার বড়ই কম দেখা যায়। পুলিশ অফিসার হইয়াও তিনি বরাবরই দাড়ি রাখিতেন ও আহ্‌মদী হইবার পূর্ব হইতেই তিনি অন্যায় কাজে বা কথায় উপস্থিত কর্ম্মচারীদেরও পরোয়া করিতেন না। আমি যখন মালদহে হেড মাষ্টার ছিলাম তখন মালদহের সদর এস. ডি. ও. একজন খৃষ্টান ভদ্র লোক ছিলেন, তাহার নাম ছিল Mr. B. K. Makherjie। তিনি পূর্বে বালুর ঘাটের S. D. O. ছিলেন। তাঁহার সময় মৌলবী ইয়াসিন সাহেব বালুরঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ ছিলেন। ইয়াসিন সাহেবের নিকট হইতে তিনি আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে কিছু পুস্তক পাইয়া পাঠ করিয়াছিলেন এবং তিনি ইয়াসিন সাহেবের admirer ছিলেন। মিষ্টার বি. কে. মুখার্জি একজন Strict (কড়া) Officer ছিলেন এবং সাধারণতঃ পুলিশকে সুনজরে দেখিতেন না। তিনি আমাকে একদিন মালদহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'আপনি কি আহ্‌মদী মহাম্মদ ইয়াসিনকে চিনেন? তিনি আপনাদের সমাজের লোক। আমি বলিলাম "হাঁ তাহাকে আমি খুব চিনি। তিনি আমার আধ্যাত্মিক ভ্রাতা।" মিষ্টার মুখার্জি বলিলেন, "ইয়াসিন সাহেব যেরূপ একজন সৎ এবং বুদ্ধিমান অফিসার তিনি যদি উপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া না করিতেন তবে এতদিন বোধ হয় পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট হইতেন। তাঁহার মত নির্ভীক অফিসার খুব কম দেখা যায়। ইয়াছিন সাহেবের মুখে শুনিয়াছি যে, বয়াত করিবার পূর্বে তাঁহার মাসিক আয় ৩০০ হইতে ৫০০ শত টাকা ছিল। কিন্তু বয়াত করিবার পর তিনি কাহারো নিকট হইতে এক পয়সাও লইতেন না। এজন্য তাঁহার আয় যথেষ্ট কমিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। চাকর চাকরাণীকে বিদায় দিতে হইয়াছিল। নিজেই বাজার করিতেন। সংসার কষ্টে চলিত। অসুখের সময় যদি অতিরিক্ত খরচের দরকার হইত তখন তিনি তাঁহার ভাল ভাল আসবাব বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

মৌলবী হুছাম উদ্দিন হায়দার সাহেব (বোধহয় ১৯১৫ সালের মধ্যে) জানিতে পারিয়াছিলেন যে, চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁ ও আমি আহ্‌মদী

হইয়াছি। আমাদের দুইজনকে তিনি ভাল করিয়া জানিতেন। তিনি কলিকাতা হোষ্টেল আমার সঙ্গে বাস করিতেন ও আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। আবুল হাসেম সাহেব তাঁহার বড় ভাই মুন্সেফ সাহেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন। আমাদের বয়াতের সংবাদ শুনিয়া তিনি Teachings of Islam পড়েন এবং তিনি নিজে নিজেই আহ্‌মদী মত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বোধ হয় তিনি প্রথম জীবনে সাব ডিপুটি ছিলেন। পরে ডিপুটি পদে উন্নিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই নামাজ রোজার পাবন্দ ছিলেন এবং আহ্‌মদী হওয়ার পর হইতেই তিনি বরাবর তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। তিনি একজন নীরব সাধক।

একবার হযরত আমিরুল মোমেনিন হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ) আমাকে ও চৌধুরী আবুল হাসেম সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "আপনাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কোন আহ্‌মদীকে যদি কমজোর দেখেন তাহা হইলে তাহার নিকট যাইয়া, অন্ততঃ তাহার বাড়ীতে দুচার দিন তাহার সহিত বাস করিবেন; দেখিবেন আপনাদের দেখাদেখি তাঁহাদের দুর্ব্বলতা দূর হইবে। চৌধুরী সাহেব ও আমি ইহা পালন করিয়াছি এবং যথেষ্ট সুফল পাইয়াছি।

আমার মনে আছে একটি বন্ধুর বাড়ীতে আমি ও আবুল হাসেম সাহেব সপ্তাহাধিক কাল কাটাইয়াছিলাম বিদায়ের পূর্ব্বে বন্ধুটি বলিলেন, "আমার মধ্যে অনেক দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। এই কয়েকদিন আপনাদের সাহচর্য্যে থাকিয়া আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি।"

(ক্রমশঃ)

★

প্রশ্নোত্তরে

আহ্‌মদীয়া জমাতের নাম করণ তত্ত্ব

এ এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

(১) আহ্‌মদীয়া জমাতের নাম রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নাম আহ্‌মদ অনুসারে রাখা হইয়াছে,—না, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের ব্যক্তিগত নাম হিসাবে? এই নামের তাৎপর্য কি?

(২) 'সুরাহ সাফে' বর্ণিত 'আহ্‌মদ' নাম কয়জনের জন্য প্রযোজ্য? 'বরুজ' কি?

উত্তর:—স্মরণ রাখা কর্তব্য, সরকারি সেনশাস উপলক্ষে ১৯০০ সনের ৪ঠা মার্চ এক ইশ্‌তাহার দ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের জমাতের নাম এক বিস্তৃত বিবৃতি দিয়া প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতির শেষাংশ হইতে আমরা উদ্ধৃতি দিতেছি:

"এই সম্প্রদায়ের নাম 'আহ্‌মদীয়া মুসলমান সম্প্রদায়' রাখার কারণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুইটি নাম ছিল। এক 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। দ্বিতীয়, 'আহ্‌মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। 'মুহাম্মদ' জালালী নাম। ইহাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) ঐ সকল শত্রুকে তরবারী দ্বারা শাস্তি দিবেন, যাহারা তরবারি দ্বারা ইস্‌লামের উপর হামলা করিয়াছিল এবং শত শত মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু 'আহ্‌মদ 'জামালী নাম' ইহার অর্থ ছিল আঁ-হযরত (সাঃ) পৃথিবীতে প্রীতি ও শান্তি প্রচার করিবেন। বস্তুতঃ, খোদা এই দুই নামের বিভাগ এই প্রকারে করিলেন যে, প্রথমতঃ আঁ-হযরতের মক্কার জীবনে 'আহ্‌মদ' নামের জহুর হইল এবং যাহা সর্ব-প্রকারে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা ছিল। তারপর, মদীনার জীবনে 'মুহাম্মদ' নামের জহুর হইল এবং খোদার 'হেকমত' ও 'মুসলিহত' বিরুদ্ধচারীদের মুণ্ডপাত জরুরী বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, শেষ যুগে আহমদ নামের 'জহুর' হইবে এবং এমন ব্যক্তি জাহের হইবেন, যাঁহার দ্বারা 'আহ্‌মদী গুণাবলী' অর্থাৎ 'জামালী সিফাত গুলির জহুর হইবে এবং যাবতীয় যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইবে। সুতরাং, এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম 'আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়' রাখা সমীচীন মনে করা হইয়াছে, যাহাতে এই নাম শোনা মাত্র প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে যে, এই সম্প্রদায় পৃথিবীতে প্রীতি ও শান্তি স্থাপনের জন্য অবির্ভূত হইয়াছে এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সহিত এই সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং, হে বন্ধুগণ, আপনাদের এই নাম কল্যাণময় (মুবারক) হউক। প্রীতি ও শান্তি কামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সম্প্রদায় সুসংবাদ দিতেছে। নবীগণের কেতাব সমূহে পূর্ব হইতে এই কল্যাণময় সম্প্রদায়ের বহু সংকেত রহিয়াছে। অধিক আর কি লিখিব? খোদা এই নামে বরকত দিন। খোদা করুন যেন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল মুসলমান এই সম্প্রদায়ে দাখেল হয় এবং মানব-রক্তপাতের পিপাসা সর্বতভাবে তাহাদের চিত্ত হইতে রহিত হইয়া যায় এবং তাহারা খোদার হইয়া যায় এবং খোদা তাহাদের হইয়া যান। হে কাদের করীম, সর্বশক্তিমান দয়ালু খোদা! যেন এইরূপই হয়। আমীন।"

উপরোক্ত ইশ্‌তেহারের মর্মেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ৪ঠা 'আরবাইনে' ১৯০০ সনের ১৫ই ডিসেম্বরে আর একখানি ইশ্‌তেহার লিখেন ঃ—

"তোমরা খুব মনোযোগ দিয়া শোন। এখন 'মুহাম্মদ' নামের 'তজল্লী' প্রকাশ করিবার সময় নহে। অর্থাৎ, এখন জালালী রঙ্গের কোন 'খেদমত' বাকী নাই। কারণ, প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত সেই 'জালাল' (প্রতাপ) প্রকাশিত হইয়াছে। সূর্য-রশ্মি এখন সহনীয় নয়। এখন চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার প্রয়োজন এবং 'আহ্‌মদ' রূপে উহা আমি। এখন 'আহ্‌মদ' নামের আদর্শ প্রকাশের সময়। অর্থাৎ, জামালী ভাবে খেদমতের দিন এবং নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতা প্রকাশের সময়।"

যদি আমরা উভয় ইশ্‌তেহার আগাগোড়া এখানে প্রকাশ করিতে পারিতাম, তবে কত সুন্দর হইত। কত তত্ত্ব জানা যাইত। যাঁহারা পারেন, মূল লিখা গুলি পড়িয়া নিবেন। এখানে আমাদের সম্মুখে যে সকল প্রশ্ন রহিয়াছে, ঐগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আমরা আরো কতকগুলি উদ্ধৃতি দিতেছি, যদিও প্রথম দুইটি উদ্ধৃতি যথেষ্ট।

১৯০১ সনের 'আল্-হাকাম', ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় লিখিত আছে ঃ—

"১৯০১ সনের ২২শে জানুয়ারী। জমাতের নাম 'আহ্‌মদী' রাখায় কেহ শুনাইলেন যে, ইহা 'নূতন' নাম বলিয়া কেহ আপত্তি করিতেছেন। ইহা লইয়া কিছু আলাপ আলোচনা চলিল। হযরত আকদস

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলিলেনঃ লোকে 'হানাফী' 'শাফেয়ী', ইত্যাদি তাহাদের যে সকল নাম রাখিয়াছে, এসব 'বিদাত' (বা ধর্মে নূতন আমদানী)। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দুইটিই নাম ছিল, 'মুহাম্মদ' ও 'আহ্মদ' (সাঃ)। আঁ হযরতের 'ইসমে আযম' (প্রধান নাম) হইল মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন আল্লাহ্-তা'লার 'ইস্মে আযম' হইতেছে 'আল্লাহ্'। 'আল্লাহ্র' অন্য সব নাম, যথা—'হাইয়ু' 'কাইয়ুম' 'রহমান', 'রহীম', 'করীম', প্রভৃতি গুণবাচক। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর 'আহ্মদ' ঐ নাম যাহা হযরত মসীহ্ উল্লেখ করেন। 'ইয়াতিমিম্ বা-আদী ইস্মুহু আহ্মদ।' 'মিম্ বাদী' শব্দগুলি হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সেই নবী তাঁহার পর অগৌণে আসিবেন। অর্থাৎ, তাঁহার ও ইঁহার মধ্যে আর কোন নবী হইবেন না। হযরত মুসা এই কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মুহাম্মদ'র রাসুলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মা আহু আশিদা দাউ আলাল্ কুফ্ফার'—আল্-আয়েত।

ইহাতে হযরত রাসুল করীম (সাঃ)-এর মদীনার জীবনের প্রতি সংকেত করা হয়, যখন বহু ঈমানদার আসিয়া যোগদান করেন এবং তাঁহারা কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করেন। হযরত মুসা (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নাম 'মুহাম্মদ' (সাঃ) বলিয়াছেন। কারণ হযরত মুসা (আঃ) নিজেও 'জালালী' রঙ্গের ছিলেন। ঈসা (আঃ) তাঁহার নাম আহ্মদ (আঃ) বলেন। কারণ তিনি নিজেও সর্বদা 'জামালী' রঙ্গের ছিলেন। এখন যেহেতু আমাদের সেলসেলাও 'জামালী' রঙ্গের এজন্য ইহার নাম হইয়াছে আহ্মদী।

হযরত আক্দস আরও বলিলেনঃ জুমা ('শুক্রবার') হযরত আদম আলাইহেসসালাতু ওয়াস্ সালামের জন্ম দিন এবং ইহাই আশিসযুক্ত দিন ছিল। কিন্তু পরবর্তী উম্মতগুলি ভুল করে। ঐ দিনের পরিবর্তে কেহ শনিবারকে সাবাতরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ রবিবারকে গ্রহণ করিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) আসল দিন গ্রহণ করেন।

সেইরূপ, ইস্লামের সম্প্রদায়গুলি ভুল করিয়াছে। কেহ নিজকে 'হানাফী' বলে এবং কেহ 'মালেকী' কেহ 'শিয়া' ও কেহ 'সুন্নি' বলে। কিন্তু হযরত রাসুল করীম (সাঃ) এর দুই নামই ছিল—'মুহাম্মদ' ও 'আহ্মদ' (সাঃ) এবং মুসলমান গণের দইটি দলই মাত্র হইতে পারে—'মুহাম্মদী' বা 'আহ্মদী'। মুহাম্মদী ঐ সময় যখন 'জালাল' প্রকাশিত হয় এবং 'আহ্মদী' ঐ সময়, যখন 'জামাল' প্রকাশিত হয়।

"তোহ্ফা গোলড়াবিয়া" কেতাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেনঃ—

'আঁ-হযরত (সাঃ) এর দুইটি আবির্ভাব ('বা আস') আছে। (১) একটি আবির্ভাব 'মুহাম্মদী'। ইহা 'জালালী' রঙ্গের। ইহা, মঙ্গল গ্রহের প্রভাবাধীন। ইহার সম্বন্ধে তৌরীতের বরাত দিয়া কোরআন শরীফে এই আয়েত আছেঃ

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ○

['মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠিন এবং পরস্পর দয়ার্দ্র'—'সুরাহ্ ফতেহ্, শেষ আয়েত] (২) দ্বিতীয় আবির্ভাব (بعث) 'আহ্মদী, ইহা 'জামালী রঙ্গের'। ইহা বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাবাধীন। ইহার সম্বন্ধে ইঞ্জীলের বরাতে কোরআন শরীফে এই আয়েত আছেঃ

و مبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ○

['এবং এক রসুলের সুসংবাদ দিতেছি, তিনি আমার পর আসিবেন তাঁহার নাম 'আহ্মদ' হইবে। 'সুরাহ্ সাফ' রুকু ১] যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার খলিফাগণের সমগ্র শৃঙ্খলের দিক দিয়া হযরত

মুসা (আঃ)-এর সহিত একটা 'প্রকাশ্য ও খোলাখুলি সাদৃশ্য যুক্ত', সেইজন্য খোদাতা'লা কোন মাধ্যম ছাড়া আঁ-হযরত (সাঃ)-কে হযরত মুসা (আঃ)-এর রঙ্গে আবির্ভূত করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহিত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর একটা প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ছিল, সেইজন্য খোদাতা'লা একজন 'বরুয' বা প্রতিবিম্বের আয়নায় সেই প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যের পূর্ণ 'রূপ' প্রদর্শন করিয়াছেন! সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ হওয়ার উভয় গুণই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান ছিল। খোদাতা'লা হইতে 'কামেল হেদায়েত' (পূর্ণ ধর্মপথ) পাওয়ার কারণে (যাহার মধ্যে কোন মানুষ শিক্ষকের অনুগ্রহ ছিল না) 'আঁ-হযরত (সাঃ) 'কামেল মাহ্‌দী' ছিলেন। তাঁহার নিম্ন পর্যায়ে মুসা (আঃ) মাহ্‌দী ছিলেন। তিনি খোদা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া বনি-ইস্রায়ীলের জন্য শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করেন। আঁ-হযরত (সাঃ) এই কারণেও 'মাহ্‌দী' ছিলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার নিকট সব কৃতকার্যতার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। যে সকল মানুষ বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নির্মূল করেন। এই দিক দিয়াও তাঁহার নিম্ন পর্যায়ে হযরত মুসা (আঃ)-ও 'মাহ্‌দী' ছিলেন। কারণ খোদা মুসা (আঃ)-এর হাতে বনি-ইস্রায়ীলের মুক্তির পথ খুলিয়া দেন এবং ফির্‌আউন প্রমুখ শত্রুদের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়াছিলেন। এইজন্য আঁ-হযরত (সাঃ) ও মুসা (আঃ) 'মাহ্‌দী' হওয়ায় উভয় অর্থের দিক দিয়াই তাঁহারা সাদৃশ্যযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ, সেই দুই পবিত্র নবীর জন্য সফলতার পথও শত্রুদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে খোলা হইয়াছিল এবং খোদাতালা'র তরফ হইতে শরীয়তের সমস্ত পথ বুঝান হইয়াছিল ও পূর্ববর্তী যুগের শিক্ষাগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া উভয় শরীয়তেরই নূতন ভিত্তি পত্তন করা হইয়াছিল এবং সমগ্র সৌধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু 'কামেল ও প্রকৃত' মাহ্‌দী পৃথিবীতে শুধু একজনই আসিয়াছেন, যিনি তাঁহার 'রাব্ব' ছাড়া কোন শিক্ষকের নিকট এক অক্ষরও পড়েন নাই। কিন্তু যাহা হউক, পূর্ববর্তী সভ্যতার ধ্বংসের পর (যাহাদের বিস্তৃত বিবরণ আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই) শরীয়তের ভিত্তি স্থাপক ও খোদা হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত মুসা (আঃ) ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য কল্পিত উপাস্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করেন, ধর্মের উপর আক্রমণকারীদিগকে ধ্বংস করেন এবং তাঁহার জাতিকে নিরাপদ করেন। এ জন্য মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) যদিও মুসা (আঃ)-এর তুলনায় প্রত্যেক দিক দিয়া 'কামেল মাহ্‌দী' কিন্তু মুসা (আঃ) আগে আসার কারণে, তিনি মুসা (আঃ)-এর 'মসিল' [অনুরূপ] বলিয়া অভিহিত হন। কারণ হযরত মুসা (আঃ) যেমন বিরুদ্ধচারীদিগকে ধ্বংস করিয়া এবং খোদা হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া এক মহান শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং খোদা মুসা (আঃ)-এর পথ এমন পরিষ্কার করিয়া দেন যে, কেহ উহার মুকাবিলায় টিকিতে পারে নাই এবং তাঁহাকে খলিফাগণের এক দীর্ঘ শৃঙ্খল দেওয়া হয়। এই রূপ ও রঙ্গে এবং এই শৃঙ্খলের অনুরূপ শৃঙ্খল আঁ-হযরত (সাঃ)-কেও দেওয়া হয়। সেই জন্য, মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে এক মহা সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্যের মধ্যে বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-ও 'নূতন শরীয়ত' সেই সময়ে প্রাপ্ত হন, যখন প্রাক্তন ইহুদী শরীয়তে নানা প্রকার প্রক্ষেপ স্থান লাভ করিয়াছিল এবং হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ-ধ্বংস হইয়াছিল এবং 'তৌহীদ' ও 'খোদা-পরস্তির' স্থান 'শেরেক' ও 'দুনিয়া-পরস্তি' অধিকার করিয়াছিল। বস্তুতঃ, মুসা (আঃ)-এর সহিত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং উভয় নবী, অর্থাৎ সৈয়দানা হযরত

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও হযরত মুসা (আঃ) দ্বিবিধ অর্থেই 'মাহ্দী'। অর্থাৎ তাহারা এই হিসাবেও 'মাহ্দী' যে, খোদার নিকট হইতে তাঁহারা 'নূতন শরীয়ত' প্রাপ্ত হন এবং উহা ঠিক সেই সময়ে লাভ করেন যখন পূর্বেকার হেদায়েতগুলি মৌলিকতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। পুনঃরায় তাঁহারা এই হিসাবেও 'মাহ্দী' ছিলেন যে, তাহাদিগের শত্রুদিগকে আল্লাহ্তায়ালা বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহারা জয়যুক্ত হন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহিতও আঁ হযরত (সাঃ)-এর দুইটি সাদৃশ্য আছে। (১) একটি এই যে, মসীহের ন্যায় মক্কায় তাঁহাকে শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হয় এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প ব্যর্থ হয়। (২) আরাধনারত তাহার জীবন ছিল এবং তিনি সর্বদা খোদার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার সকল আনন্দ ও চোখের শান্তি 'নামায' ও 'এবাদতে' ছিল। এই উভয় গুণের ফলে তাঁহার নাম 'আহ্মদ' ছিল। অর্থাৎ, খোদার সত্যিকার উপাসক এবং তাঁহার কৃপা ও অনুগ্রহের শোকর গোজার ছিলেন। মূলতঃ এই নাম ও যীশু নাম একার্থ বোধক। ইহার ইহাই অর্থ যে, শত্রুদের আক্রমণ ও নাফ্সের আক্রমণ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কার জীবন হযরত ঈসার সহিত সাদৃশ্য যুক্ত এবং মদীনার জীবন হযরত মুসার সহিত সাদৃশ্য যুক্ত।

যেহেতু হেদায়েতের পূর্ণতা সাধনের' [তকমিলে হেদায়েতের] জন্য তিনি 'বরুজ' [সাদৃশ্য] রূপে আবির্ভূত হন। এক 'বরুয' মুসাবী এবং অপর 'বরুয' ঈসাবী এবং এই জন্যই কোরআন শরীফ, তৌরীত ও ইঞ্জীল উভয় হেদায়েতের সমষ্টিকারক রূপে অবতীর্ণ হয় এবং প্রত্যেক হেদায়েত যথাস্থান ও অবস্থানুযায়ী পালন করা কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হয় এবং এই প্রকারে ঐশী হেদায়েত চরমত্ব লাভ করে। এইজন্য হেদায়েতের পূর্ণতা সাধনের পর যাহা কোন 'বরুযের মধ্যবর্তিতা ছাড়া' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূণ্যাত্মা দ্বারা প্রকাশিত হয়, 'হেদায়েত বিস্তারের পূর্ণতা সাধনের' ('তক্মিলে ইশাআতে হেদায়েতের) প্রয়োজন ছিল এবং তাহা এমন এক যুগের অপেক্ষা করিতেছিল, যখন প্রচারের যাবতীয় উপায় সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতমরূপে সহজলভ্য হইত। সুতরাং, 'হেদায়েত প্রচারের পূর্ণতা' সাধনের জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রয়োজন ছিল, দুই প্রতিবিম্ব, তথা 'বরুযের'। (১) এক 'বরুয' 'মুহাম্মদী মুসাবী,' (২) 'দ্বিতীয় বরুয' 'আহ্মদী ঈসাবী'। 'মুহাম্মদী মুসাবী বরুযের' দিক দিয়া মুহাম্মদীয় সত্বা বিকাশের নাম 'মাহ্দী' রাখা হইয়াছে এবং বাতেল ধর্মগুলির ধ্বংস সাধনের জন্য 'তরবারির' পরিবর্তে 'কলম' ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ লোকে যখন তাহাদের তরিকা বদলাইল এবং তরবারির সহযোগে সত্যের মুকাবিলা করিল না, তখন খোদাও তাঁহার ধারা পরিবর্তন করিলেন এবং 'তরবারির' কাজ 'কলম' দ্বারা লইলেন। কারণ খোদা তাঁহার প্রতিদানে মানুষের পায়ে পায়ে চলেন। ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ('কোন জাতি তাহাদের চিত্তাবস্থার পরিবর্তন না করিলে আল্লাহ্ তাহাদের অবস্থা পরিবর্তন করেন না।—'সুরাহ্ রাআদ,' রুকু ২) এবং বরুয 'আহমদী ঈসাবীর' দিক দিয়া 'আহমদী সত্বা' প্রকাশকের নাম মসীহ্ ও 'ঈসা' রাখা হইয়াছে। মসীহ্ যেমন ক্রুশের উপর বিজয় লাভ করিয়া ছিলেন—(যাহা ইহুদীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য খাড়া করিয়াছিল) তেমনই এই মসীহ্র এ কাজ হইতেছে যে, তিনি ঐ ক্রুশের উপর জয়লাভ করেন, যাহা মানব জাতির ধ্বংসার্থে খ্রীষ্টানেরা খাড়া করিয়াছে এবং ইহাও একটি কাজ যে, ইহুদী স্বভাবাপন্ন লোকদের আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ করিয়া

তাহাদের ইস্‌লাহ্‌ও করেন এবং অবশেষে শত্রুদের যাবতীয় মিথ্যারোপ হইতে পবিত্র হইয়া সুনামের সহিত খোদার দিকে উত্তোলিত হন, যেমন 'বারাহীনে 'আহ্‌মদীয়ায়' আমার সম্বন্ধে এই এলহাম আছে ঃ

يا عيسى انى متوفيك و رافعك الى
و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين
اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ٥

['হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব এবং তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করিব এবং অস্বীকারকারীদের (অপবাদ) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমাদের অনুবর্তিগণকে তোমার অস্বীকারীদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রবল রাখিব।']

—'তোহ্‌ফা য়ে গোলড়বিয়া,' ১৫৬-৬০ পৃঃ।

এখন পড়ুন ঃ—

"এই বিভাগটি উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে যে, খোদাতা'লা কোরআন করীমে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুইটি পদ দায়িত্ব ('মনসব') কায়েম করিয়াছেন। (১) তিনি কামেল (পূর্ণাঙ্গীন) কেতাব উপস্থিত কারক। যেমন খোদাতা'লা বলেন ঃ

يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ٥

['চির সত্য ও ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রন্থরাজি পাঠ পূর্বক তিনি শোনাইতেছেন'—'সুরাহ্‌ বাইয়েনাহ্‌', ৩০ পারা] (২) দ্বিতীয়, সারা বিশ্বে এই কেতাব প্রচারক, যেমন বলা হইয়াছে ঃ

ليظهره على الدين كله ٥

['যাহাতে তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর ইহার প্রাধান্য স্থাপন করেন'—'সুরাহ্‌ সাফ', ২৭ পারা] * * * উলেমা কেরাম ও ইসলাম ধর্মের সকল আকারের (প্রধানগণ) স্বীকার করেন যে, 'প্রচারের পূর্ণতা সাধন' ['তকমিলে ইশাআত'] মসীহ্‌ মাওউদ দ্বারা হইবে।" (ঐ' হাশিয়া ১৬৪ পৃঃ)।

আরো পড়ুন ঃ—

'যেহেতু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেরিত্বের দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল 'হেদায়েত প্রচারের পূর্ণতা সাধন' ['তক্‌মিলে ইশাআতে হেদায়েত] আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে প্রচারের উপায়ের অভাবে তাহা সম্ভবপর ছিল না। এইজন্য কোরআন শরীফের

و آخرين منهم لما يلحقوا بهم ٥

['তাহাদেরই, অর্থাৎ সাহাবাগণের অন্যগণ যাহারা এখনও তাহাদের সহিত যোগদান করে নাই'—'সুরাহ্‌ জুমা'] আয়েতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুনরাগমনের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন এ কারণে হইয়াছিল, যাহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেরিত্বের অপর দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থাৎ হেদায়েত প্রচারের পূর্ণতা সাধন-যাহা তাঁহার হাতে নিষ্পন্ন হওয়ার ছিল—তখন উপায়ের অভাবে সম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং, এই দায়িত্ব ও কর্তব্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা 'বরুযীভাবে এমন যুগে সম্পাদন করিয়াছেন, যখন পৃথিবীর সব জাতিগুলির নিকট ইস্‌লাম পৌঁছাইবার উপায় হইয়াছে।"

[ঐ, হাশিয়া, ১৬৫ পৃঃ]

"কিন্তু দ্বিতীয় আগমণ যাহার প্রতি "ওয়া আখারীনা মিন্‌হুম্‌ লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বেহিম্‌" ['তাহাদের অন্যান্যগণ যাহারা এখনও তাহাদের সহিত যোগদান করে নাই'] আয়েত করীমায় ইশারা রহিয়াছে, উহা 'আহ্‌মদ' নামের প্রকাশক। 'ইহা জামালী নাম' যেমন "ও মুবাশ্‌শেরাম্‌ বে-রাসুলিন্‌ ইয়াতি মিম্‌ বাআদী ইস্‌মুহু আহ্‌মদ" ["এবং সুসংবাদ দিতেছি এক রসুলের—তিনি আমার পরে আসিবেন, তাঁহার নাম 'আহ্‌মদ'] ইহারই প্রতি অঙ্গুলী সংকেত

করিতেছে এবং এই আয়েতের ইহাই অর্থ যে, প্রতিশ্রুত মাহ্দী (যাঁহার নাম আসমানে রূপকভাবে 'আহ্মদ') যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন তিনি নবী করীম—যিনি এই নামের মূল সত্য প্রকাশক -এই রূপক 'আহ্মদের' রূপে তাঁহার জ্যোতির্বিকাশ করিবেন। ইহাই সেই কথা, যাহা ইতিপূর্বে আমার কেতাব 'ইযালায়ে আউহামে' লিখিয়াছিলাম। অর্থাৎ, আমি 'আহ্মদ' নামের মধ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অংশী। ইহাতে অজ্ঞ মৌলবীগণ তাহাদের চির অভ্যাস অনুযায়ী চীৎকার আরম্ভ করে, অথচ যদি ইহা অস্বীকার করা হয়, তবে এই ভবিষ্যংবাণীর সমগ্র শৃঙ্খল উলট পালট হইয়া যায়—বরং কোরআন শরীফের 'তফসীর' অপরিহার্য হইয়া পড়ে, যাহা 'নাউযুবিল্লাহ্' 'কুফর' পর্যন্ত নৌবৎ পৌঁছায়। অতএব, অন্যান্য ঐশী আদেশাবলীর উপর 'ইমান' আনা মুমেনের জন্য যেমন কর্তব্য তেমনই ইহার উপর 'ইমান' আনাও 'ফরয' যে, আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুই আবির্ভাব [বাআস] আছে।" [ঐ, ১৫৬ পৃঃ]

'ইযালায় আউহাম' হইতেও আবশ্যকীয় অংশের উদ্ধৃতির অনুবাদ দেওয়া হইল ঃ—

"এই আগমনকারীর নাম যে, 'আহ্মদ' রাখা হইয়াছে, উহাও তাঁহার 'মসিল' [অনুরূপ, 'বরুয'] হওয়ার প্রতি সংকেত করিতেছে। কারণ মুহাম্মদ' 'জালালী-নাম' এবং 'আহ্মদ' 'জামালী' নাম। 'আহ্মদ' ও 'ঈসা' 'জামালী" অর্থের দিক দিয়া একই। ইহারই প্রতি সংকেত ও মুবাশ্শেরাম্ বেরূসুলিন ইয়াতি মিম্ বা'দী ইস্মুহু আহ্মদ' ['এবং সুসংবাদ দিতেছি এক রসুলের - তিনি আমার পরে আসিবেন, তাঁহার নাম 'আহ্মদ']। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু আহ্মদই ছিলেন না—বরং তিনি 'মোহাম্মদও'। অর্থাৎ, 'জালাল ও জামাল সমষ্টি কর্তা'। কিন্তু শেষ যুগে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শুধু 'আহ্মদ' - যিনি তাঁহার মধ্যে ঈসাবিয়তের সত্তা ('হকিকত') ধারণ করিতেছেন—প্রেরিত হইয়াছে।"

(প্রথম সংস্করণ, ৬৭৩ পৃঃ)

"যেহেতু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' ছিলেন এবং তাঁহার শরীয়ত সারা বিশ্বের জন্য অভীষ্ট ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে বলা বলা হইয়াছিল 'ওলাকির রাসুলুল্লাহে ওয়া খাতামান্ নাবীয়ীন' এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক ইহাতে বলা হইয়াছিল যে,

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ○

['বল, হে যত সব মানুষ আছ বা হইবে, আমি তোমাদের সকলের প্রতি রসুল। 'সুরাহ্ আরাফ', ২০ রুকু] এ জন্য যদিও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবমান থাকা কালে হযরত আদম হইতে হযরত ঈসা পর্যন্ত যাবতীয় বিক্ষিপ্ত হেদায়েতগুলি কোরআন শরীফে একত্রীভূত করা হইয়াছিল, কিন্তু 'কুল্ ইয়া আইয়ুহান্নাসু ইন্নি রাসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামিয়া' ['আমি সব মানুষের জন্য রসুল'] আয়েত বর্ণিত বিষয় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনে কার্যতঃ (আমলী ভাবে) পুরা হইতে পারে নাই। কারণ, পুরাপুরি প্রচার তবেই হইতে পারিত, যদি বিভিন্ন দেশগুলিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের জীবনেই কোরআনের তবলীগ হইত এবং ইহা তখন অসম্ভব ছিল। বরং তখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোন কোন আবাদ অঞ্চলের কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল না এবং দূর দূর স্থানের সফরের উপায়ও অত্যন্ত কঠিন ছিল। বরং যদি এই অধমের বয়স ৬০ বৎসর [১৯০২ সনে—উদ্ধৃতি দাতা] বাদ দেওয়া হয়, তবে ১২৭৫ হিঃ পর্যন্তও প্রচারের পুরাপুরি উপায় না থাকার ন্যায়ই ছিল। তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ আমেরিকা

ও অধিকাংশ ইউরোপ কোরআনের তবলীগ ও উহার যুক্তি সম্বন্ধে বঞ্চিত ছিল। বরং দূরবর্তী দেশগুলির নিভৃত স্থানগুলিতে এমন অজ্ঞানাবস্থা ছিল যে, বলিতে হয় তত্রত্য অধিবাসিগণ ইসলামের নাম পর্যন্ত জানিত না। যাহা হউক, উপরোক্ত আয়েতে যে বলা হইয়াছিল: 'হে বিশ্ববাসী! আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুল,' কার্যতঃ এই আয়েত মুতাবেক বর্তমান সময়ের পূর্বে কখনও তবলীগ হইতে পারে নাই। 'ইৎমামে হুজ্জৎ' বা পূর্ণাকারে যুক্তি দেওয়া যায় নাই। কারণ প্রচারের উপায় ছিল না। ভাষা না জানাও ভীষণ প্রতিবন্ধক ছিল। ইস্‌লামের সত্যের দলীলগুলি জানা নির্ভর করিত ইস্‌লামী হেদায়েতগুলি পরভাষাগুলিতে অনুদিত হওয়ার উপর; কিংবা ঐ সকল মানুষ স্বয়ং ইস্‌লামের ভাষার জ্ঞান সঞ্চয় করাতে। এই উভয় বিষয়ই তখন পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। কিন্তু কোরআন শরীফে এই যে, বলা হইয়াছিল وَمَنْ بَلَغَ ['এই কোরআন আমার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহাতে ইহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহা পৌঁছে সতর্ক করিতে পারি।'—['সুরাহ্ আনআম' রুকু ২] এই আশাবাণী বহন করিতেছিল যে, এখনও আরো আরো অনেক মানুষ আছে, যাহাদের নিকট এখনও কোরআনের তবলীগ পৌঁছে নাই। সেইরূপ, 'ও আখারীনা মিন্‌হুম্ লাম্মা ইয়ালহাকু বেহিম' একথা ঘোষণা করিতেছিল যে, যদিও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনে 'হেদায়েতের' ভাণ্ডার কামেল হইয়াছে কিন্তু 'ইশাআত' [প্রচার ও বিস্তার লাভ] অসম্পূর্ণ এবং এই আয়েতে যে 'মিন্‌হুম্' শব্দগুলি আছে, তাহা ঘোষণা করিতেছিল যে, এক ব্যক্তি 'তক্‌মিলে-ইশাআত' বা প্রচারের পূর্ণতা সাধনোপযুগী সময়ে আবির্ভূত হইবেন, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের রঙ্গে রঙ্গীন হইবেন এবং তাঁহার বন্ধুগণ মুখলিস্, সাহাবাগণের রঙ্গে রঙ্গীন হইবেন।" [ঐ, ১৬৩ পৃঃ]

"যেহেতু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম্ ওয়া আখারীনা মিন্‌হুম' আয়েত অনুযায়ী পুনরায় আসা 'বরুয' [সাদৃশ্য, প্রতিবিম্ব] আকার ছাড়া সম্ভবপর ছিল না, এজন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'রুহানিয়ত' এমন এক ব্যক্তিকে আপনার জন্য নির্বাচন করিয়াছে, স্বভাব চরিত্র, সাহস ও বিশ্বাসীর সহানুভূতিতে যে উহার মত ছিল এবং রূপকভাবে আপনার নাম 'মুহাম্মদ' ও আহ্‌মদ' তাহাকে দিয়াছে, যেন প্রকারান্তরে তাহার আগমন হুবহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমন ছিল।" [ঐ, ১৬৫ পৃঃ]

প্রসঙ্গতঃ আরো পড়ুন:—

"এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্মরণ রাখার উপযোগী যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় আগমনে 'তজল্লী আযম' [প্রধান জ্যোতি-বিকাশ] যাহা পরম ও চরম—তাহা শুধু 'আহ্‌মদ' নামের জ্যোতিবিকাশ।* * * যদিও একথা সত্য যে, এই দ্বিরাগমণেও মুহাম্মদ নামের 'তজল্লী' আছে, যাহা হইতেছে 'জালালী জ্যোতিবিকাশ'; কিন্তু সেই 'জালালী জ্যোতিবিকাশের সহিত একত্রীভূত, কিন্তু সেই 'জালালী তজল্লী' ও রুহানীভাব ধারণ করিয়া 'জামালী রঙ্গের অনুরূপ হইয়াছে। কারণ এখন জালালী জ্যোতিবিকাশের ক্রিয়া 'তরবারির' কঠোরতা নহে, বরং যুক্তির প্রচণ্ডতা।"

[ঐ, পাদটীকা, ১৫৬ পৃঃ]

"এখন খোদাতা'য়ালার গাইরতের তাকিদ রক্তপাত ও যুদ্ধ বিগ্রহের বুনিয়াদ রাখা নয়; বরং খোদা এখন শুধু এই চান যে, মানব জাতির প্রতি দয়া করিয়া খোলাখুলি নিদর্শনাবলীর সহচর্যতায় তাঁহার শক্তিশালী দলীল, যুক্তি প্রমাণ ও তাঁহার

মহিমা প্রদর্শণের শক্তিবলে শেরেক ও সৃষ্টি উপাসনা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া।"

[ঐ, পাদ-টীকা, ১৬৮ পৃঃ]

"যাঁহারা এখন পর্যন্ত ইস্‌লামের শুধু বাহ্যিক শক্তি ও প্রতাপ দর্শন করিতেছিলেন—যাহার প্রকাশক হইল 'মুহাম্মদ' নাম—এখন তাঁহারা প্রচুর আসমানী নিদর্শন লাভ করিবেন। ইহা 'আহ্‌মদ' নাম প্রকাশকের অপরিহার্য অবস্থা। কারণ, 'আহ্‌মদ' নাম বিনয়, নম্রতা, পূর্ণ মাত্রায় 'লয়' [ঐশী অভিনিবেশে বিলীন হওয়া] চায়। ইহা 'আহ্‌মদিয়ত' 'হামেদিয়ত,' 'আশেকিয়ত' ও 'মুহিব্বিয়ত,' এবং 'হামেদিয়ত' ও 'আশেকিয়তের' অপরিহার্য সহচর হইল সহায়ক নিদর্শনমালা" [৩নং 'আরবায়ীন' শেষ পাদ-টীকা]

"জেহাদ তথা ধর্ম যুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে খোদা-তা'লা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিয়া আসিয়াছেন। মুসার সময় এত কঠোরতা ছিল যে, ইমান না আনাও হত্যা হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে হত্যা করা হইত। তারপর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক হত্যা হারাম করা হয়। তারপর, কোন কোন জাতির জন্য ইমানের স্থলে শুধু 'জিজিয়া' দিয়া শান্তি হইতে অব্যাহতি কবুল করা হইয়াছিল। তারপর মসিহ্ মাওউদের সময় জেহাদের [ধর্ম প্রচারে অস্ত্র ধারণ] আদেশ একেবারে স্থগিত করা হইয়াছে।" [৪নং 'আরবায়ীন,' ১৫ পৃঃ পাদ-টীকা]

"খোদা-তা'লার আশ্চর্য রহস্যাবলীর মধ্যে 'বরুযের' মসয়লা অন্যতম। খোদা-তা'লার পবিত্র কেতাব সমূহে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তাঁহারা পৃথিবীতে পুনরাগমণ করিবেন। অতঃপর, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী এই প্রকারে সফল হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যখন অন্য কোন নবী আসিয়াছেন তখনকার সমসাময়িক পয়গম্বর সংবাদ দিয়াছেন যে, এই সেই নবী, যাঁহার সম্বন্ধে পুনরাগমনের ওয়াদা ছিল। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আগন্তুক তাঁহার পূর্ববর্তী নবীর 'মসিল' [অনুরূপ]। বরং ইহাই বলা হইয়াছে যে, সেই পূর্ববর্তী নবী যাঁহার পুনরাগমণের সংবাদ দৃষ্টান্ত স্থলে, ইলিয়াস নবীর পুনরাগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল। মালাকী নবী তাঁহার কেতাবে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, ইলিয়াস পৃথিবীতে পুনরায় আসিবেন এবং হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম বলিলেন, 'যে এলীয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি অর্থাৎ যোহন (ইয়াহ্‌য়িয়া)।' যেমন মথি লিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়, ১০, ১১, ১২ পদে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম বলেন, 'এলীয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই'। ইহা দ্বারা হযরত মসিহ্ ইয়াহ্‌য়িয়া নবী অর্থ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, তিনিই 'এলীয় বা ইলিয়াস। এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক হইয়া পড়িল। ইয়াহ্‌য়িয়া নবী যাঁহার অন্য নাম হইতেছে 'যোহন', তিনি কিরূপে ইলিয়াস ('এলীয়') হইয়া পড়িলেন। যদি 'এলীয়ের অনুরূপ, 'মসিল ইলিয়াস' বলিতেন, তবে একটা কথা ছিল। কিন্তু মালাকী নবীর কেতাবে 'মসিল' (অনুরূপ ব্যক্তি) আসিবার কোন কথা লিখিত নাই। বরং স্বয়ং এলীয় নবীর পৃথিবীতে পুনরাগমণের কথা লিখিত আছে এবং ইঞ্জীলে যখন প্রশ্ন করা হইল যে, এলীয়ের পূর্বে মসীহ্ কিরূপে আসিলেন তখন হযরত মসীহ্‌ও মসিল ['অনুরূপ'] শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং মথি লিখিত ইঞ্জীলের ১৭ অধ্যায়ে ইহাই বলা হইয়াছে যে, 'এলীয় আসিয়া গিয়াছেন এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই'। সেইরূপ, শিয়াগণের মধ্যে উক্তি পাওয়া যায় যে, আলী, হাসান ও

হোসায়েন পৃথিবীতে পুনরাগমণ করিবেন। এইরূপ শ্রুতি হিন্দুগণের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। কারণ, তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী অবতারদের নামে ভবিষ্যৎ অবতারদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং এখনও কল্কী নামে অভিহিত শেষ যুগের অবতারকে কৃষ্ণবতার বলিয়া স্বীকার করে এবং বলে যে, কৃষ্ণ গুণাবলীতে যেমন রুদ্র গোপাল, অর্থাৎ শূকর হত্যাকারী ও গো-পালক, তেমনই কল্কী অবতার হইবেন। কৃষ্ণের গুণাবলী সম্বন্ধে ইহা একটি রূপক উক্তি যে, তিনি হিংস্র জন্তুদিগকে হত্যা করিতেন—অর্থাৎ শূকর ও ভল্লুককে হত্যা করিতেন এবং গো পালন করিতেন—অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিগণকে পালন করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যাশিত মসীহ্ সম্বন্ধে মুসলমান ও খৃষ্টানগণও কল্কী অবতারের এই গুণই নির্ধারণ করেন এবং বলা হয় যে, তিনি শূকর বধ করিবেন এবং গো তখন আদরণীয় হইবে। এখানে এই নয় যে, তিনি স্বহস্তে শূকর বধ করিবেন বা গো রক্ষা করিবেন বরং অর্থ এই যে, এমনই যুগ প্রবাহ বহিবে; এবং 'স্বর্গের হাওয়া' দুষ্টদিগকে বিনাশ করিতে থাকিবে ও সাধুগণ বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিবেন. স্ফীত হইবেন এবং বিশ্ব জোড়া ছড়াইয়া পড়িবেন। তখন এই মসিহ্‌র জন্য 'রুদ্র গোপাল' নাম সত্য হইবে। আমি সেই মসীহ্ ও উল্লিখিত গুণ প্রকাশক। এজন্য 'দিব্য-দর্শনে' ['কাশ্‌ফে'] আমি একবার এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। তিনি যেন সংস্কৃতের একজন মহা পণ্ডিত। তিনি ঘোর কৃষ্ণ ভক্ত। তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন এবং আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন: 'হে রুদ্র গোপাল তোমার মহিমা গীতায় লিখিত আছে।' আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, সমগ্র বিশ্ব এক 'রুদ্র গোপালের' জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, স্ব স্ব ভাষায় সকলেই এই সময়ই নির্ধারণ করিয়াছে এবং এই দুই গুণই নির্ধারণ করিয়াছে। * * * * এমন কি, জিন্দাবেস্তা অনুসারীও এ যুগ সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই পোষণ করে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত জানি না। কিন্তু বলা হয় যে, তাহারা এক কামেল বুদ্ধের জন্য এ যুগে অপেক্ষা করিতেছে। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকল সম্প্রদায়ই সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তির রুদ্র গোপাল গুণ নির্ধারণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোক এই পুনরাগমণ বিশ্বাসের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়া পাওয়া যায়। সাধারণ লোক তো সাধারণ। এ যুগে যাঁহারা জ্ঞানী ও উলামা বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহারাও এই ফিলসফি সম্বন্ধে বে-খবর। '[তোহ্‌ফা গোলড়বিয়া,' ২১৪—২১৭ পৃঃ পাদ-টিকা]

আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের লিখা ও কথামৃত হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দিলাম, আশা করি তাহাতে পত্রোল্লিখিত তর্কের পুরাপুরি উত্তর যাবতীয় জটিলতা পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে দিয়াছি, যাহাতে সকলেই সহজে সম্যক বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে কোন প্রশ্নই আর থাকিবে না।

'আহ্‌মদ রসুল আগমন সম্বন্ধে 'সুরাহ্' সাফে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাতে একটি লক্ষণ বলা হইয়াছে: 'ও হুয়া ইউদ্‌আ' ইলাল্ ইস্‌লাম'—তাঁহাকে ইস্‌লামের প্রতি আহ্বান করা হইবে,'—তিনি ইস্‌লাম ছাড়িয়াছেন অভিযোগে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, 'দায়ী ইলাল্ ইসলাম'—'ইসলামের আহ্বায়ক' ছিলেন এবং মুখের 'ফুৎকারে' নয়, অসি বলে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 'আল্লাহ্‌র আলো নিভাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। অতএব, ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা

তাঁহার প্রথম আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ইহা তাঁহার পুনরাগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। যখন চতুর্দিক হইতে 'ফাৎওয়া' জারী দ্বারা তাঁহাকে অমুসলমান ও ধর্ম ভ্রষ্ট বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং তথা-কথিত 'গাজী মাহ্দী বিশ্বাসীরা' ইস্লামের দিকে আহ্বান করিতেছে এবং আকাশ হইতে হযরত ঈসার স্বশরীরে পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, যদিও হাদিস শরীফে ইহাই লিখিত ছিল যে, মসীহ্ এই উম্মত হইতেই এই উম্মতের ইমাম হইবেন—'ইমামাকুম্ মিন্কুম্' [বুখারী শরীফ]।

যাহাহউক আমরা যে সকল উদ্ধৃতি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি ঐগুলি সম্পূর্ণ অন্য হইলেও হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাজিঃ) লিখিত একটি উপসংহার পেশ করিতেছি ঃ—

"এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হযরত আকদাস এই ভবিষ্যদ্বাণীর 'মিস্দাক' তিনি স্বয়ং বলিয়া নির্ধারন করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন রহিল এই যে, তবু কেন তিনি এই আয়েতকে আঁ-হযরতের জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন? ইহার উত্তর এই যে, উম্মতের উন্নতি সম্পর্কে যতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী আছে, ঐগুলির প্রথম প্রকাশক তো আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামই। তিনি 'আহ্মদ' না হইলে মসীহ্ মাওউদ কিরূপে 'আহ্মদ' হইতে পারিতেন? মসীহ্ মাওউদ তো যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'তোফেলে' প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি কোন একটি গুণ [সিফত] আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, তবে উহা হযরত মসীহ্ মাওউদের মধ্যে নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ মূল উৎসে যে জিনিস নাই, তাহা প্লাসের মধ্যে কি প্রকারে আসিতে পারে? সুতরাং, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'আহ্মদ' ছিলেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম প্রকাশক তিনি ছিলেন। কিন্তু ইহাতে এমন এক রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যাঁহার 'নাম' আহ্মদ এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'সিফত' (গুণ) ছিল 'আহ্মদ'—নাম 'আহ্মদ' ছিল না—। আর যে সকল লক্ষণরাজি এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত হইয়াছে, উহা বর্তমান যুগে পূর্ণ হইয়াছে এবং মসীহ্ মাওউদ সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নাম 'আহ্মদ' ছিল এবং 'আহ্মদ' নামেই তিনি 'বয়আত' গ্রহণ করিতেন এবং খোদাও তাঁহার নাম 'আহ্মদ' রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণের নামের সঙ্গে তাঁহার নামের এই অংশই যোগ করিয়াছেন। এ জন্য সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, মসিহ্ মাওউদই সেই ব্যক্তি। অবশ্য, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে তিনি যাবতীয় 'কামালত' গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই হিসাবে 'প্রথম মিস্কাদ' [যাঁহার প্রতি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য—উদ্ধৃতিদাতা] আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রতিপন্ন করা জরুরী, কিন্তু এজন্য যে, তিনি 'আহ্মদ' হওয়ার গুণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট প্রকাশক—এ জন্য নয় যে, তাঁহার নাম 'আহ্মদ' ছিল। কারণ, তাঁহার নাম, প্রকৃত পক্ষে, 'আহ্মদ' ছিল না এবং আমরা মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। বুখারীর হাদিস হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ,

'আমি 'আহ্মদ,' 'মাহী' ও 'আকেব্'। 'মাহী' ও 'আকেব্' তাঁহার নাম নয়, গুণ [সিফাত']। সেইরূপ,—'আহ্মদ'ও তাঁহার গুণ, নাম নহে।" ['আল্—কাউলুল-ফাস্ল']

আশা করি, এখন সমস্ত সংশয়ের অবসান হইয়াছে এবং সম্যক বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে।

বিদায় গ্রহণের পূর্বে বলিতে চাই যে, ইস্‌লামের মণিষীগণের নিকট এই তত্ত্ব অভিনব জিনিস নহে। এমন স্পষ্ট না হইলেও হযরত মুজাদ্দেদ আল্‌ফে সানী ইমাম রাব্বানী আহ্‌মদ সরহেন্দী সাহেব রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেন ঃ

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহা-প্রয়াণের সহস্র ও কতিপয় বৎসর পর এমন এক জামানা আসিতেছে, যখন 'মুহাম্মদী সত্ত্বা' (হকিকত) উত্থিত হইয়া 'হকিকতে কাবার' মকামের সহিত এক হইয়া যাইবে। তখন 'হকিকতে মুহাম্মদীর' নাম 'হকিকতে আহ্‌মদী' হইয়া যাইবে এবং 'জাতে-আহাদ জাল্লা সুল্‌তানুহুর প্রকাশক হইবে এবং উভয় 'নাম মুবারক' নামে উল্লিখিত ব্যক্তির সহিত যথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং প্রথম স্থান 'মুহাম্মদী সত্ত্বা' হইতে শূন্য থাকিবে। এমন কি যে, হযরত ঈসা আলা নাবীয়েনা ওয়া আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম নাযেল হইবেন এবং মুহাম্মদীয় শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিবেন। তখন ঈসাবী সত্ত্বা স্বস্থান হইতে উত্থিত হইয়া 'মুহাম্মদী সত্ত্বার' শূন্য স্থানে স্থির হইবে।"

এই বিষয়টি নিয়াই হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী আহ্‌মদ সরহেন্দী আলাইহে রহমত কর্তৃক পত্রাবলী 'মুক্‌তুবাতে ইমাম রাব্বানী' ১ম খণ্ডের, ২০৯ নং বিরাট পত্রখানি লিখিত। অনুসন্ধিৎসু বন্ধুগণ যথাস্থানে উহা দেখিয়া নিতে পারেন এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী আলাইহেস্‌ সালাম বর্ণিত তত্ত্বাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারেন। হায় যদি ঐ সকল মণিষী আজ জীবিত থাকিতেন, তাঁহারা কতই না আনন্দিত হইতেন, কতই না পুলকিত হইতেন। আজ কত সহজ, সরল ব্যাখ্যা ও দেদীপ্যমান সত্য প্রত্যাখাত হইতেছে এবং সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। হায়, যদি সকলেই উন্মুক্ত হৃদয় নিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বোধার্থে যত্নবান হইতেন এবং সত্যের জয় ও ইস্‌লামের সত্যিকার উপলব্ধি বিষয়ে যত্নবান হইতেন। তেমনি হইত, যদি প্রত্যেকের হৃদয়ে সত্যের জন্য প্রকৃত প্রেম ও স্পন্দন থাকিত।

আমাদের শেষ কথা, 'ইন্না হুদাল্লাহে হুয়াল্‌ হুদা ও লিল্লাহেল্‌ হাম্‌দ'।

★

বাহির হইতেছে ! বাহির হইতেছে !!
দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ
লিখক :—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী।
প্রাপ্তিস্থান :—২০ নং ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ।

।। উদ্বোধনী বক্তৃতা ।।

মৌলবী মোহাম্মাদ

গত বৎসরের সালানা জলসার পর ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে আমরা আজ আবার এখানে মিলিত হয়েছি। এই ১১ মাসের মধ্যে আমরা বড় বড় আকারের বহু বিপদ ও আল্লাহ্‌তায়ালার বড় বড় অনুগ্রহের নিদর্শন দেখেছি। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একটি কণ্ঠহার ছিঁড়ে গেলে তার দানাগুলি যেমন একটির পর একটি দ্রুতগতিতে খসে পড়ে, তেমনিভাবে এ যুগে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি বিপদ দেখা দিবে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-ও উহার তসদিক করেছেন এবং সে সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিয়েছেন। তদনুযায়ী আমরা নিত্য নূতন বিপদাবলি দ্বারা আজ পৃথিবীকে বিপর্যস্ত দেখি। এ সব এই জন্য হচ্ছে যে, মানুষ খোদাকে ছেড়ে সারা মনপ্রাণ দিয়ে পার্থিবতায় নিমগ্ন হয়েছে। এ হেন অবস্থা হতে তাদের উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌-তায়ালা তাঁর প্রেরিত পুরুষের মারফৎ প্রেমের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু সে ডাকে মানুষ সাড়া না দেওয়ায়, বিপদের উপর বিপদের কষাঘাত হেনে তার অধো দৃষ্টিকে তিনি উর্ধে ফিরাতে চান। কারণ জড়সুখ মানুষকে সংকীর্ণতা ও মৃত্যুর দিকে টানে এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম তাকে চির প্রসারতা ও অমর জীবনের পানে নিয়ে যায় ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে। মানবের দৃষ্টি নিম্নে নিবদ্ধ হয়ে আজ অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই অপূর্ব পার্থিব জ্ঞান থাকা সত্বেও তার দৃষ্টি বিশ্ব সমস্যার সমাধান আনার পরিবর্তে তাকে জটিল ও শঙ্কাজনক করে তুলেছে। মানব তার জ্ঞান দ্বারা বিশাল পৃথিবীকে এক জায়গায় জমা করে ফেলেছে। পৃথিবী আজ একটি ছোট মহল্লায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু নিজেদের বেলা তাদের হৃদয় পরস্পর থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এই বিচ্ছিন্ন হৃদয়গুলিকে এক করে বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য বিশাল ও আয়ত লোচন এবং মহান হৃদয় সম্পন্ন মহামানবের প্রয়োজন। সেই মহামানব বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর শিক্ষাই আজ সর্বজাতি সমন্বয়ে বিশ্বমানব সমাজ গঠনে সক্ষম। সেই শিক্ষা পালন ও প্রচার এবং প্রসারের কর্তব্যভার মুসলমান জাতির উপর ন্যস্ত ছিল। সে কর্তব্যে তাহারা অবহেলা করায় আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে পাঠিয়ে আহ্‌মদীয়া জামাতের স্কন্ধে সে ভার ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু মানুষ তাঁদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় নতুন নতুন বিপদাবলীর সম্মুখীন হচ্ছে।

বিপদের দিনে আমরা বন্ধুকে স্মরণ করি এবং বন্ধুত্বের পরিচয় প্রকাশিত হয়। আমাদের সব থেকে বড় ও প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ্‌তায়ালা। কিন্তু বিচিত্র আমাদের চরিত্র যে, সুখের দিনে আমরা তাঁকে ভুলে যাই এবং শুধু দুঃখের দিনে তাঁকে আমরা স্মরণ করি। তিনি এত ক্ষমাশীল ও করুণাশীল যে, আমাদের শত অকৃতজ্ঞতা সত্বেও তিনি বিপদের দিনে আমাদের ডাকে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন না। তাই দেখি বিশ্বাসীর জন্য বিপদ উন্নতির কারণ হয় এবং অবিশ্বাসীকে বিপদের দিনে তাঁর উপর বিশ্বাস এনে বাঁচবার সুযোগ দেন অথবা তার ধ্বংস

সাধন করেন। ইসলামের ইতিহাস এ সত্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তে ভরা। এক পারসী কবি বলেছেন এবং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-ও উহার পুনরাবৃত্তি করেছেন ঃ

هر بلا کم ایں قوم را حق داده اند
زیر آں گنج کرم بنهاده اند

[আল্লাহ্‌তায়ালা এই জাতিকে যত বিপদ দিয়েছেন, তার অন্তরালে তিনি আপন করুণার খনি রেখেছিলেন।]

আমরা এ সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি এবং অক্ষরে অক্ষরে ফলতে দেখছি।

কয়েক মাস পূর্বে আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে এক মহা বিপদের ঝড় বয়ে গেছে। তাতে আমাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই মহাবিপদের আঘাতে পাকিস্তান-বাসী একদিকে যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে ঝুঁকে নিজেদের ঈমানের পরিচয়কে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহের আলোকে আবিষ্কার করে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তেমনি বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যেও সেই ভ্রাতৃত্ব বোধের অনুরণন জেগে উঠেছে, যা যুগ যুগ ধরে লয় পেতে পেতে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল।

এ ছাড়া দুনিয়ার অনেক দেশকেও আমরা বন্ধু হিসাবে পেয়েছি এবং যারা শত্রুতাভাবাপন্ন ছিল তারাও বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। সুতরাং বিপদ আমাদের উপর যত বড় আকারে এসেছিল, তার কল্যাণও ততোধিক বড় আকারে লাভ করেছি। গত যুদ্ধে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার বহু জীবন্ত নিদর্শন দেখেছি। খোদা চির জিন্দা। তিনি মুসলমানদেরকে বাঁচাতে চির সজাগ ও ক্রিয়াশীল। সুতরাং বিপদ আমাদের জন্য অশেষ কল্যাণের কারণ হয়েছে। মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা অনেক বড় ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করেছেন। যুগ ইমাম হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) ও তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা এ সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যার কতকাংশ আমরা পূর্ণ হতে দেখেছি। কালের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ বাকিগুলিও আমরা পূর্ণ হতে দেখব। কারণ সেগুলি আল্লাহ্‌র বাক্য যাহা কখনও টলে না। অতএব আজ বিশ্বের সকল মুসলিম জাতির কর্তব্য আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে একান্ত অবনত হওয়া এবং জাতি ও ব্যক্তি সকলেরই পরস্পরের সহিত সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। সম্মুখে আরো বহু বিপদ দেখা দিবে এবং সেগুলি পার হয়ে জাতি শান্তি ও গৌরব অর্জন করতে থাকবে।

আমাদের দ্বিতীয় বড় বিপদ গেছে, আমাদের প্রিয় খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি (রাঃ)-এর ওফাত। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হের রাজেউন। ধর্ম জগতে তিনি এমন এক মহান জ্যোতিঃরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের কর্মধারা ও লেখা জগতকে কেয়ামত পর্যন্ত আলোক দান করতে থাকবে। তিনি পবিত্রতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার স্বতঃস্ফূরণশীল জ্যোতিঃ ছিলেন। ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ধর্ম, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, ন্যায়-শাস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি বিস্তার যে কোন শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত অকাট্য ও অভ্রান্ত ছিল। পবিত্র কোরআনের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যা তফসীরে কবীর এর সাক্ষী। তাঁর খোতবা বক্তৃতা ও তাঁর লিখিত পুস্তক সমূহ তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁর দোয়ার কবুলিয়ত এবং তাঁর সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য একদিকে যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত তাঁর নৈকট্যের নির্দশক ছিল, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের জন্য এই সকল নিদর্শন ঈমান ও একীনের মজবুতির কারণ স্বরূপ ছিল।

তাঁর সংগঠন ক্ষমতা ছিল অদ্বিতীয়। জীবনে যেভাবে তিনি মহীয়ান ছিলেন, মরণেও তিনি তেমনি ভাবে মহীয়ান আছেন। তাঁর মৃত্যুতে লাহোরের The Light পত্রিকা ১১।১১।৬৬ তারিখের সম্পাদকীয় কলমে লিখিয়াছে ঃ

"The death of Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Head of the Ahmadiyya Movement (Rabwah) rang the curtain down on a most eventful career, packed with a multitude of far-reaching enterprises A man of versatile genius and dynamic personality there was hardly any sphere of contemporary thought and life during the past half century, from religious scholarship to missionary organisation, even political leadership on which the deceased did not leave a deep imprint. A whole network of Islamic missions and mosques scattered over the whole world, the deep penetration of Islamic preaching in Africa transplanting the long-entrenched Christian missions are a standing monument to the deceased's imaginative planning organisational capacity and unflagging drive. There has hardly been a leader of men in recent times who commanded such deep devotion from followers, not only when alive, but after death, when 60 000 people rushed from all parts of the country to pay their last homage to their departed leader. In the story of the Ahmadiyya Movement the Mirza Sahib's name will go down as a great Nation Builder who built up a well knit community in the face of heavy odds, making it a force to be counted with."

তাঁর মৃত্যুতে জগত এক মহাপথ-প্রদর্শক হারিয়েছে। তাঁর দিবারাত্রির সাধনা ছিল কিভাবে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শরিয়ত কায়েম হয়ে জগতে শান্তির স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অগণিত। সত্য প্রচারের জন্য তিনি সারা বিশ্বের কোণে কোণে অজেয় প্রভাবশালী ও উন্নতিশীল প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে গেছেন, যার মোকাবেলা করার শক্তি কারো নাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন নিতান্ত একা ও অপরিজ্ঞাত ছিলেন তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জানিয়েছিলেন।

میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک
پہنچاؤنگا ۔

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রাঃ) আল্লাহ্-তায়ালার সাহায্যে স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যে পরিণত করে গেছেন।

তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্পন্ন করা এবং ইসলামকে সারা বিশ্বে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের উপর। এ কাজ আল্লাহ্ তায়ালার অভিপ্রেত। সুতরাং তাঁর সাহায্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং বিজয় আমাদের হবেই। সমস্ত জগত অচিরে শয়তানের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবে, এবং আল্লাহ্তায়ালার বাদশাহাত কায়েম হবে। ইনশাল্লাহ্।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) এর ওফাত জামাত ও অবুঝ জগতের জন্য মহাবিপদ স্বরূপ ও ক্ষতির কারণ। কিন্তু এই বিপদের তলদেশেও আল্লাহ্-তায়ালার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সেখানেও আল্লাহ্-তায়ালার অলক্ষ্য হাতের কল্যাণ দেখা যাচ্ছে। অনেকে আশা করেছিল এবং অনেকে আশঙ্কা করেছিল যে, এখন জামাতের মধ্যে দ্বন্দ বিগ্রহ শুরু হবে এবং খেলাফত নিয়ে ঝগড়া বাধবে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা জামাতের জন্য দুই বিপদ একত্র হতে দিলেন না। একান্ত শান্তি-পূর্ণভাবে হযরত মীর্যা নাসের আহ্মদ সাহেব তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন এবং সমস্ত জামাত অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর হাতে বেয়াত গ্রহণ করে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়

এবং সকলের মনে শান্তি ও নিরাপত্তা নেমে আসে। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পৌত্র

انا نبشرك بغلام حليم ينزل منزل المبارك
ساقيا آمدن عيد مبارك بادت *

[ইলহাম—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]

"His Kingdom will descend to his son and grandson." (Talmood)

তাঁর আগমনকে জামাতের জন্য ঈদের আগমন বলে শুভসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি ইসলামের বিজয়কে নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে গত ডিসেম্বর মাসে সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রাঃ)-এর প্রচার ব্যবস্থাকে প্রসারিত ও জোরদার করার জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)-এর এক নামানুসারে "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন ফণ্ডের" ঘোষণা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি জামাতের নিকট ২৫০০০৲ টাকা চান। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জলসায় প্রায় ১৫০০০৲ টাকার উপর ওয়াদা হয়ে যায় এবং তখন তিনি আন্দাজ করেন যে, প্রায় ৭৫০০০৲ টাকা এই ফণ্ডে অনায়াসে সংগ্রহ হবে। এইভাবে তাঁর খেলাফতের প্রথম তাহরীক আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে আশ্চর্যজনক ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ইনশাল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে এই তহরীক অর্থাৎ ইসলামের বিজয় তাহাও যথাসময়ে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

আমাদের এই জলসার উদ্দেশ্য আমাদের ঈমানকে তাজা করা এবং আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং প্রচেষ্টাকে জোরদার করা।

আশা করি বন্ধুগণ জলসার কয়েকটি দিন জলসার কর্মসূচীতে সকলে নিয়মিতভাবে যোগদান করবেন। বাকি সব সময় পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কথাবার্তা ও জিকর আজকারে অতিবাহিত করবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা এই জলসাকে বরকতপূর্ণ করুন এবং সমাগত সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কল্যাণ করুন এবং যাঁহারা যোগদান করতে পারেন নাই, তাঁদের প্রতিও আপন করুণা প্রদর্শন করুন। আমীন।

---

* বক্তৃতাটি পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ৪৬তম বাৎসরিক জলসায় প্রথম অধিবেশনের সভাপতি মৌলবী মোহাম্মাদ প্রাদেশিক আমীর কর্তৃক পঠিত। —সম্পাদক আহমদী

★

তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ৩৪ তম বার্ষিক জলসা

আগামী ৫ ও ৬ই মার্চ, (১৯৬৬ ইসাব্দ) তারিখে রোজ শনিবার ও রবিবার তারুয়া গ্রামে আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ৩৪তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত জলসায় ইসলামের শিক্ষা, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পূণ্যময় জীবন সম্বন্ধে, এবং তাঁহার আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) এর ভূমিকা, আহ্মদীয়া জমাতের কর্তব্য ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা হইবে।

দলমত নির্বিশেষে সকলকে জলসায় যোগদান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যাইতেছে।

।। চলতি দুনিয়ার হালচাল ।।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

জার্মানীতে মদ্যপান শিক্ষার স্কুল ঃ

ইদানিং একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে, জার্মানীতে মদ্যপান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি স্কুল খোলা হয়েছে। সংবাদটির সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ

ঐ স্কুলে মদ্যপানের অ, আ, ক, খ শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলটি দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত। ইহা এমন স্থানে অবস্থিত যার আশে পাশে রয়েছে বিখ্যাত মদ্যপান উৎপাদন এলাকাগুলো। ইহাতে কি করে মদ্যপান করতে হয় এবং কি করে মদ্যপানে পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করা যায় তা' শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে পাঁচ সপ্তাহ কোর্স খোলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মদের পার্থক্য কিভাবে নিরূপণ করতে হয়—তাও এই কোর্সে স্থান পেয়েছে। কেবল বোতলের গায়ে লেবেল দেখে নয়, মদের স্বাদ গ্রহণ করে রাইন আর মোজেল মদের ব্যবধান নিরূপণ করতেও স্কুলের ছাত্ররা তালিম পায়। ফাইনাল পরীক্ষায় ছাত্ররা যদি ডাই বেরী লেট ভিনটেজকে আইস ওয়াইন থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে না পারেন, তা' হলে তাহাদের শিক্ষা লাভের সব কোশেষই বৃথা বলে গণ্য হয়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক একজন মদ বিশেষজ্ঞ। তিনি যেমন ক্লাশে ছাত্রদের শিক্ষাদান করে আনন্দ পান, ছাত্ররাও তেমনি তার কথা অমৃত মনে করে সানন্দে 'গিলে খান'। তারা ক্লাশে চুপচাপ বসে থেকে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনেন আর মাঝে মাঝে মদের নমুনা উপলব্ধি করার জন্য কেবল খানিকটে "চুক চুক" শব্দ তোলেন। গত দু'বছর ধরে এই অসাধারণ বিদ্যালয়টি সাফল্যজনকভাবে শত শত ছাত্রের শিক্ষা দান কার্য্য সম্পন্ন করে আসছে।

মদ্য পানে নিশা আসে। নিশা আসলে মানুষ দিশা হারায়। দিশা হারালে সে যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে আমরিকার মত উন্নত দেশেও বর্তমানে মদের নিশায় যে সব দুর্ঘটনা ঘটে তাতেই মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। "Wine is the greatest killer" এসব কথাও ঐ দেশের বিশেষজ্ঞদের দেওয়া পরিসংখ্যান হতে আমরা পেয়ে থাকি।

যারা মদ্যপান শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খুলেছে আর যারা তাদের অপূরণ কাজকে সমর্থন করছে তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কাজকর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল কলেজ খোলতে যদি সুরু হয় তবে তাদের পক্ষ হতে বাধা দিবার কিছু থাকবে কি ঃ কে জানে আধুনিকতা ও স্বাধীনতার নাম করে এরূপ কিছু সুরু হয় কি না ?

মদ্যপানের বিরুদ্ধে ইসলাম আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছে। কারণ মদের নিশা মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে। এই অকল্যাণের কথা দেড় হাজার বৎসর পূর্বেও যেমন সত্য ছিল—এখনও তেমনই আছে। সুতরাং তথাকথিত সভ্য জগতকে মদ, মদন ও মরণের হাত হতে রক্ষা করতে আমাদিগকে এগিয়ে আসতে হবে সব জড়তা ছেড়ে। এগিয়ে আসতে হবে ঐ মনোবল নিয়ে যার পরশে 'মদিনার' রাস্তা পরিত্যক্ত মদের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল।

পার্থক্য কোথায়ঃ

ঢাকা হাই কোর্ট কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও সিণ্ডিকেটের মেম্বারদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গুণ্ডামির যে তাণ্ডব স্রোত বয়ে গেলো তাতে জনমনে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো, মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে, দায়িত্ব বোধ জাগরণে শিক্ষা কতটুকু কার্যকরী ?

এদেশের শিক্ষিত লোকেরা গ্রাম দেশের অশিক্ষিত লোকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই নাক সিটকিয়ে বলে থাকেন যে, এরা অযথা গালাগালি, দলাদলি, লাফালাফি, মারামারি, কাটাকাটি দ্বারা সামাজিক জীবনকে বিষিয়ে তোলে। শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমেই শুধু গ্রামীন জীবন এ সব অভিশাপ হতে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু এখন যদি উল্টা বলা হয় যে, শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই গুণ্ডামির আখড়া হয়ে উঠবে তবে অন্ততঃ ঢাকা বিদ্যালয়ের কোন জওয়াব আছে বলে ত মনে হয় না।

বস্তুত শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে মানব চরিত্র উন্নয়নের জন্য যদি আদর্শ অনুকরণের অনুপ্রেরণা না থাকে তবে আমাদের 'নিব কাঠির' (কলমের) সাধনা মানবতার জন্য সিদকাঠির চেয়ে বহুগুণে মারাত্মক হয়ে উঠবে। কারণ অজ্ঞান অসভ্য ব্যক্তি সমাজের তেমন ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে না, শিক্ষার আশ্রয় নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করে একজন জ্ঞান গর্বী দায়িত্বহীন ও নৈতিকতা বর্জিত লোক যা করতে পারেন।

তাই বলছি বিশ্ববিদ্যালয় যদি কল্যাণকর বিদ্যা প্রসারে ইহার 'বিশ্বকে সীমিত না রেখে গুণ্ডামিকেও ইহার বিস্তার' মধ্যে সংযুক্ত করে তবে ইহার দ্বারা সমাজের মংগলের চেয়ে অমংগলের পথই প্রশস্ত হয়ে উঠবে।

সুতরাং একটা সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা প্রসারের চেয়ে আদর্শ ও প্রীতির উপর আমাদিগকে অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে। নতুবা শিক্ষিত গুণ্ডাদের দাপটে অগ্রগতির কপাট বন্ধ হতে বাধ্য। এখন জাতিকে ধ্বংস হতে রক্ষা করার কোন পথই খোঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আদর্শ ও প্রীতির প্রেরণা সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বতোভাবে আমাদিগকে সক্রিয় হতে হবে। এ জন্য নেতা, পিতা-মাতা, শিক্ষক সবাইকেই সক্রিয় হতে হবে। আন্তরিক ভাবে ইসলামি আদর্শকে আমলে আনবার জন্য প্রচেষ্টা চালালে আমাদের যাত্রাপথ অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে। একটি কথা কখনও আমাদের ভুলা উচিত হবে না যে, গুণ্ডামি, ভণ্ডামি দ্বারা কখনও একটা মহান জাতিকে গড়ে তোলা সম্ভবপর হতে পারে না।

আমাদের কর্মফল আমাদের কাছে,
তোমাদের কর্মফল তোমাদের কাছে,
তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক,
আমরা মূর্খের সঙ্গ কামনা করি না।

—কোরআন।

।। সওয়াল ও জওয়াব ।।

(সংক্ষিপ্ত)

আবু তবশির সেলবর্সী

১নং প্রশ্ন ঃ—ইসলাম এবং কমিউনিজমের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ—কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য হল রুটি, আর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হল রুটির ব্যবস্থা ॥

২নং প্রশ্ন ঃ—কোরআনের মধ্যে সাধারণতঃ কোন শৃঙ্খলা দেখা যায় না।

উত্তর ঃ—আকাশের তারকার মধ্যেও সাধারণতঃ ঐরূপ কোন শৃঙ্খলা দেখা যায় না, তবে বৈজ্ঞানিকদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করুন।

৩নং প্রশ্ন ঃ—দাড়িতেই কি ইসলাম ?

উত্তর ঃ—নিশ্চয় না, তবে হাঁ, ইসলামে দাড়ি আছে।

৪নং প্রশ্ন ঃ—ইসলামের বিজয়ের জন্য তিনশত বৎসর অপেক্ষা করা খুবই কঠিন।

উত্তর ঃ—১৪০০ বৎসর অপেক্ষা করেছেন, অতএব ৩০০ বৎসর আর বেশী কি ?

৫নং প্রশ্ন ঃ—পাকিস্তানের ভূমি পবিত্র কেন ?

উত্তর ঃ—কারণ ইহা ইসলাম এবং রসুলে করীম (সাঃ)-এর নামে অর্জন করা হয়েছে।

৬নং প্রশ্ন ঃ—বর্তমানে কার কথা বিশ্বাস করা যায় না ?

উত্তর ঃ—আকাশবাণীর।

৭নং প্রশ্ন ঃ—খোদার পক্ষে কি মিথ্যা বলা সম্ভব ?

উত্তর ঃ—আমাদের মতে কোন ভদ্রলোকের পক্ষেও মিথ্যা বলা সম্ভব নয়।

৮নং প্রশ্ন ঃ—দার্শনিক এবং নবীর মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর—দার্শনিক বলেন এই সৃষ্টির কোন স্রষ্টা থাকা উচিত, আর নবী বলেন এর স্রষ্টা অবশ্যই আছেন।

৯নং প্রশ্ন ঃ—ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ—ধর্ম আল্লাহ্‌র বাক্য আর বিজ্ঞান তাঁর কর্ম।

১০নং প্রশ্ন ঃ—সত্যিকারের আজাদী কি করে লাভ করা যায় ?

উত্তর ঃ—হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সত্যিকার গোলামীতে।

১১নং প্রশ্ন ঃ—স্ত্রীলোক কি নবী হতে পারে ?

উত্তর ঃ—নবী নয়, তবে নবীর মা হতে পারেন।

১২নং প্রশ্ন ঃ—মীর্যা সাহেব ইংরাজের দালাল ছিলেন।

উত্তর ঃ—হয়ত এই কারণেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হযরত মীর্যা সাহেবের (আঃ) পরিবারের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং তাঁর প্রধান দুশমন মৌলবী মোহাম্মাদ হোসেন বাটালবীকে ৪ মোরববা ভূমি উপহার দিয়েছিল।

১৩নং প্রশ্ন ঃ—খোদাকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না কেন ?

উত্তর ঃ—তিনি অসীম এ জন্য।

১৪নং প্রশ্ন ঃ—খোদা কি অন্য কোন খোদা সৃষ্টি করতে পারেন না ?

উত্তর ঃ—যা সৃষ্ট তা কখনও খোদা হতে পারে না।

১৫নং প্রশ্ন ঃ—আপনারা কোরআনকে পাইকারী জিনিস মনে করেন নাকি ?

উত্তর ঃ—সারা বিশ্বের মানব জাতির জন্য যাহা অবতীর্ণ হয়েছে তা পাইকারীই ত বটে।

১৬নং প্রশ্ন ঃ—আপনারা নাকি পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন ?

উত্তর ঃ—জি হাঁ, আমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সব দিকে মুখ করেই নামাজ পড়ি। অবশ্য যখন যে অঞ্চল থেকে কাবা শরীফ যে দিকে থাকে সেই দিকে।

★

॥ সংবাদ ॥

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জুমার নামাজের পরে ঢাকা দারুত তবলিগে পাকা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পূর্বে সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের প্রাদেশিক আমীর জনাব মীর্যা আবদুল হক সাহেবের নেতৃত্বে দোয়া করা হয়। তৎপর কাদিয়ান হইতে আনিত একটি ইট মীর্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব সর্বপ্রথমে স্থাপন করেন। ঐ ইটটি প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবের অনুরোধে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) দোয়া করিয়া রাবওয়া হইতে মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরীর মারফত পাঠান।

মীর্যা তাহের আহমদ সাহেবের পরে যথাক্রমে ইঁট স্থাপন করেন সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাওয়ালপুরের আমীর জনাব মীর্যা আবদুল হক সাহেব, জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব (প্রাদেশিক আমীর) মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (সম্পাদক, আল-ফোরকান) জনাব মোহাম্মাদ সাদেক সাহেব (প্রাক্তন আহ্‌মদীয়া মুসলীম মিশনারী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া), জনাব চৌধুরী আনওয়ার আহ্‌মদ কাহলোন (নায়েবে আমীর, ই. পি. এ. এ) এবং জনাব শামসুর রহমান, বার-এট, ল।

* * *

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪৬তম বার্ষিক জলসা অতি সাফল্যের সহিত গত ১১, ১২, ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে ৪নং বকসি বাজার রোডস্থিত দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রদেশের দূরাঞ্চল হইতে লোক জলসাতে যোগদান করার জন্য ঢাকা আগমন করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, রাবওয়া হইতে জনাব মীর্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব, জনাব মীর্যা আবদুল হক সাহেব, মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ সাদেক সাহেব জলসাতে যোগদান করার জন্য ঢাকা আগমণ করেন।

* * *

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের রাত্রি ৭॥ ঘটিকায় সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের আমীর জনাব আবদুল হক সাহেবের নেতৃত্বে মজলিশে ইন্তেখাবের [নির্বাচনী-সংস্থার] এক অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে বিপুল ভোটে জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব পুনরায় তিন বৎসরের জন্য প্রাদেশিক আমীর নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * *

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সকাল আট ঘটিকায় নায়েবে সদর, সদর মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া জনাব মীর্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেবের সম্মানার্থে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। উক্ত অধিবেশনে তিনি উপস্থিত আহ্‌মদী যুবকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেন।

* * *

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪নং বকসিবাজার রোডস্থিত দারুত তবলিগে মোসলেহ্‌ মাউদ দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব এস. এম. হাসান সাহেব C. S. P. (ঢাকার আমীর)। সভায় প্রধান অথিতি ছিলেন জনাব চৌধুরী স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁ সাহেব। তিনি হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাজিঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্নদিকে আলোকপাত করেন এবং মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাজিঃ) কৃত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার জীবনে সফল হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি জামাতকে মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাজিঃ)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁ সাহেব ছাড়াও বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী সাহেব এবং জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব।

★

বাংলার আহ্‌মদী ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে
এক প্রবাসী আহ্‌মদীর নিবেদন

হায়! আমাদের প্রিয়তম নেতা হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাজিঃ) আজ ইহজগত হইতে অন্তর্ধান করিয়া গিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহের রাজেউন। তিনি বাংলায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার আহ্‌মদীগণ তাঁহাকে আপন দেশে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিল না, তাই বঙ্গভূমি এই মহাপুরুষের পবিত্র পদধূলির স্পর্শ হইতে এবং বাংলার আহ্‌মদীগণ তাঁহাকে আপন দেশে নেওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিল; ইহা বাস্তবিকই বড়ই হৃদয় বিদারক। যাহা হউক, ইহার একই কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত রহিয়াছে, তাহা এই যে, বাংলার আহ্‌মদীগণ হযরত মোসলেহ্ মাওউদের প্রবর্তিত ইসলাম সেবার প্রোগ্রামকে কেবল বাংলায় নয় বরং বহির্জগতেও যেন সফলকাম করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং জানমাল তজ্জন্য উৎসর্গ করে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের বাংলার ভাইবোনদের এই কাফ্‌ফারা পেশ করিবার তৌফিক দিন, এবং আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন এবং ইসলামের খেদমত ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কোরবানী দ্বারা ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার তৌফিক আমাদিগকে দিন। আমাদের ইসলাম সেবা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ দেখিয়া হযরত মোসলেহ্ মাওউদের রূহ স্বর্গে আনন্দিত হউক এবং বাংলার উপর আশিস বর্ষণ করুক। তাঁহার দেহ বাংলায় আসিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহার আদর্শ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আবদুর রহমান খাঁ বাঙালী
চিফ মুসলিম মিশনারী ইন্‌চার্জ; আমেরিকা।

উক্ত অংশ টুকু জনাব আবদুর রহমান খাঁ বাঙালী কর্তৃক আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইলকে লিখিত এক পত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। উহা লিখকের ইচ্ছানুযায়ী বাংলার আহ্‌মদী ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে তুলিয়া ধরা হইল।
—সঃ আঃ

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	আমাদের শিক্ষা	,, ,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.